

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫

(২০২৫ সনের নং অধ্যাদেশ)

মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৩ নং আইন) রহিতক্রমে উহা পুনঃ প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে মানবাধিকার সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং নিশ্চিতকরণ রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য; এবং

যেহেতু মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৩ নং আইন) রহিতক্রমে উহা সময়োপযোগী করিয়া পুনঃপ্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

যেহেতু সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় রহিয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সম্ভাষণজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;

সেহেতু সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৩ এর দফা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করিলেন:—

প্রথম অধ্যায় প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই অধ্যাদেশ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে -

(ক) ‘কমিশন’ অর্থ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন;

(খ) ‘কমিশনার’ অর্থ কমিশনের কোন কমিশনার এবং চেয়ারপার্সনও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(গ) ‘চেয়ারপার্সন’ অর্থ কমিশনের চেয়ারপার্সন এবং চেয়ারপার্সন হিসাবে দায়িত্বপালনরত কোন ব্যক্তি;

(ঘ) ‘জনসেবক’ অর্থ Penal Code, 1860 (Act XLV of 1860) এর section 21 এ public servant যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে জনসেবক;

(ঙ) ‘প্রবিধি’ অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত প্রবিধি;

(চ) ‘বিধি’ অর্থ এই অধ্যাদেশে অধীন প্রণীত বিধি;

(ছ) ‘মানবাধিকার’ অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান বা বলবৎ যে-কোনো আইন দ্বারা নিশ্চিত কোন মানবাধিকার এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ কর্তৃক অনুসমর্থিত এবং বাংলাদেশে প্রচলিত আইন দ্বারা বলবৎযোগ্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিলে ঘোষিত মানবাধিকার;

(জ) ‘সংবিধান’ অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান;

(ঝ) ‘সুপ্রীম কোর্ট’ অর্থ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট।

দ্বিতীয় অধ্যায় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা

৩। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা।—(১) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৩ নং আইন) এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, এমনভাবে বহাল থাকিবে যেন উহা এই অধ্যাদেশের অধীন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(২) কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন সংস্থা হইবে যাহা সরকারের কোন মন্ত্রণালয় বা বিভাগের আওতাধীন হইবে না এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা থাকিবে এবং এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহার নামে ইহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে বা ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। কমিশনের কার্যালয়।—কমিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় হইবে এবং কমিশন প্রয়োজনে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ইহার কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৫। কমিশন গঠন।—(১) চেয়ারপার্সন ও ছয়জন কমিশনার সমন্বয়ে কমিশন গঠিত হইবে।

(২) কমিশনের চেয়ারপার্সন ও তিনজন কমিশনার সার্বক্ষণিক হইবেন এবং অবশিষ্ট তিনজন কমিশনার অবৈতনিক হইবেন।

(৩) কমিশনারগণের মধ্যে কমপক্ষে একজন নারী এবং একজন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বা অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সদস্য হইতে হইবে।

(৪) চেয়ারপার্সন কমিশনের প্রধান নির্বাহী হইবেন।

৬। চেয়ারপার্সন ও কমিশনারগণের নিয়োগ, মেয়াদ, পদত্যাগ, ইত্যাদি।—(১) রাষ্ট্রপতি, বাছাই কমিটির সুপারিশক্রমে, কমিশনের চেয়ারপার্সন ও কমিশনারগণকে নিয়োগ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তি কমিশনের চেয়ারপার্সন বা কমিশনার পদে নিয়োগ লাভের বা অধিষ্ঠিত থাকিবার যোগ্য হইবেন না যদি তিনি—

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন এবং

(খ) ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) বৎসর অপেক্ষা কম এবং ৭৫ (পঁচাত্তর) বৎসর অপেক্ষা অধিক বয়স্ক হন।

(২) আইন বা বিচার কার্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসুরক্ষা, সমাজসেবা, মানবকল্যাণ, পরিবেশ সংরক্ষণসহ মানবাধিকারের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখিয়াছেন এমন ব্যক্তিদের মধ্য হইতে চেয়ারপার্সন ও কমিশনারগণ, এই ধারার বিধান সাপেক্ষে, নিযুক্ত হইবেন।

(৩) কমিশনের চেয়ারপার্সন এবং কমিশনারগণ অনধিক চার বৎসর মেয়াদের জন্য নিযুক্ত হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, একই ব্যক্তি চেয়ারপার্সন বা কমিশনার হিসাবে বা উভয় পদ মিলিয়ে দুই মেয়াদ দায়িত্ব পালন করিলে তিনি পুনরায় চেয়ারপার্সন বা কমিশনার হিসাবে নিয়োগ লাভ করিবেন না।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে চেয়ারপার্সন বা কোন কমিশনার রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্থায়ী পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

(৫) চেয়ারপার্সনের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে চেয়ারপার্সন তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, নবনিযুক্ত চেয়ারপার্সন তাহার পদে যোগদান না করা পর্যন্ত কিংবা চেয়ারপার্সন পুনরায় স্থায়ী দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত জ্যেষ্ঠ সার্বক্ষণিক কমিশনার চেয়ারপার্সন হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৬) কোন ব্যক্তি চেয়ারপার্সন বা সার্বক্ষণিক কমিশনার হিসাবে দায়িত্ব পালন করিয়া থাকিলে উক্ত পদ হইতে অবসর গ্রহণের বা অপসারিত হইবার পর তিনি প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না।

৭। বাছাই কমিটি।—(১) চেয়ারপার্সন ও কমিশনারগণের শূন্য পদে নিয়োগের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রদানের জন্য নিম্নবর্ণিত সাত জন সদস্য সমন্বয়ে একটি বাছাই কমিটি গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত আপীল বিভাগের একজন বিচারপতি, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) জাতীয় সংসদের দুইজন সংসদ-সদস্য, যাহাদের মধ্যে একজন সরকারি দল কর্তৃক এবং অন্যজন বিরোধী দল কর্তৃক মনোনীত হইবেন;

(গ) বাংলাদেশের স্বীকৃত কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী অধ্যাপক, যিনি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক মনোনীত হইবেন;

(ঘ) আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন মানবাধিকার কর্মী বা নাগরিক সমাজের একজন প্রতিনিধি, যিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হইবেন;

(ঙ) জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি বা তাহার মনোনীত সাংবাদিক প্রতিনিধি; এবং

(চ) ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বা অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর একজন প্রতিনিধি, যিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হইবেন।

(২) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাছাই কমিটির কার্য-সম্পাদনে প্রয়োজনীয় সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

(৩) অনূন ৪ (চার) জন কমিশনারের উপস্থিতিতে বাছাই কমিটির কোরাম গঠিত হইবে।

(৪) এই ধারার অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বাছাই কমিটির সভাপতির অবর্তমানে বা অনুপস্থিতিতে কমিটির সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সম্মতিতে যে কোনো সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৫) কেবল বাছাই কমিটির কোন সদস্য পদে শূন্যতা বা বাছাই কমিটি গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে উহার কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

(৬) বাছাই কমিটি, চেয়ারপার্সন ও কমিশনারগণ নিয়োগে সুপারিশ প্রদানের উদ্দেশ্যে সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সুপারিশ প্রণয়ন করিবে এবং সিদ্ধান্তের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির নির্ণায়ক সিদ্ধান্ত প্রদানের অধিকার থাকিবে।

(৭) বাছাই কমিটি উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

৮। চেয়ারপার্সন ও কমিশনার নিয়োগ বিষয়ক সুপারিশ।—কমিশনের চেয়ারপার্সন ও কমিশনার পদে নিয়োগের উদ্দেশ্যে, এই অধ্যাদেশের অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে, বাছাই কমিটি—

- (ক) উহার বিবেচনায় উপযুক্ত ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় তথ্য নিজ উদ্যোগে সংগ্রহ করিতে পারিবে; ইহা ছাড়াও প্রার্থীদের নিকট হইতে গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে দরখাস্ত আহ্বান করিবে;
- (খ) নিজ উদ্যোগে সংগৃহীত তথ্যাদি এবং দাখিলকৃত দরখাস্তসমূহ যাচাই-বাছাই করিবে;
- (গ) উক্তরূপ যাচাই-বাছাইপূর্বক বাছাই কমিটির বিবেচনায় যোগ্য প্রার্থীদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুত করিবে;
- (ঘ) দফা (গ) এ উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করিবে; এবং
- (ঙ) উপরি-উক্ত কার্যধারা সমাপ্তির পর নিয়োগযোগ্য কমিশনারের সংখ্যার অতিরিক্ত যুক্তিসংগত সংখ্যক প্রার্থীর নামসহ একটি তালিকা সুপারিশ আকারে প্রণয়ন করিবে।

৯। চেয়ারপার্সন ও কমিশনারের অপসারণ।—(১) সুপ্রীম কোর্টের একজন বিচারক যেরূপ পদ্ধতিতে অপসারিত হইতে পারেন, সেইরূপ পদ্ধতি ব্যতীত চেয়ারপার্সন বা কোন কমিশনারকে অপসারণ করা যাইবে না এবং সুপ্রীম কোর্ট এতদুদ্দেশ্যে চেয়ারপার্সন ও কমিশনারগণের জন্য অনুসরণীয় আচরণবিধি প্রণয়ন করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, রাষ্ট্রপতি চেয়ারপার্সন বা অন্য কোন কমিশনারকে তাহার পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবেন, যদি তিনি—

- (ক) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন; বা
- (খ) চেয়ারপার্সন বা সার্বক্ষণিক কমিশনার হওয়া সত্ত্বেও পারিশ্রমিকের বিনিময়ে স্থায়ী দায়িত্ব বহির্ভূত অন্য কোন পদে নিয়োজিত হন; বা
- (গ) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতস্থ ঘোষিত হন; বা
- (ঘ) নৈতিক স্বলনজনিত কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন; বা
- (ঙ) বাংলাদেশের নাগরিকত্ব ত্যাগ করেন।

১০। কমিশনার পদে শূন্যতার কারণে কার্য বা কার্যধারা অবৈধ না হওয়া।—শুধুমাত্র কোন কমিশনার পদে শূন্যতা বা কমিশন গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে কমিশনের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

১১। কমিশনারগণের বেতন, ভাতা, ইত্যাদি।—(১) চেয়ারপার্সন সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের একজন বিচারকের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি পাইবার অধিকারী হইবেন।

(২) সার্বক্ষণিক কমিশনারগণ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের একজন বিচারকের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি পাইবার অধিকারী হইবেন এবং অবৈতনিক কমিশনারগণ আর্থিক সুবিধা ব্যতিরেকে সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের একজন বিচারকের মর্যাদাসম্পন্ন হইবেন।

(৩) অবৈতনিক কমিশনারগণ কমিশনের সভায় যোগদানসহ অন্যান্য দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত হারে সম্মানী ও ভাতা পাইবেন।

১২। কমিশনের সভা।—(১) এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কমিশন উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) চেয়ারপার্সন কমিশনের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে উপস্থিত কমিশনারগণের মধ্য হইতে জ্যেষ্ঠ সার্বক্ষণিক কমিশনার সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৩) কমিশনারগণের মধ্য হইতে অনূন ৪ (চার) জনের উপস্থিতিতে কমিশনের সভার কোরাম গঠিত হইবে।

(৪) কমিশনের সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রত্যেক কমিশনারের একটি ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের অধিকার থাকিবে।

(৫) চেয়ারপার্সন, আবশ্যক মনে করিলে, কমিশনের সভায় কমিশনের সদস্য নহেন এমন কোনো ব্যক্তিকে মতামত ও পরামর্শ প্রদান করিবার জন্য উপস্থিত থাকিতে অনুরোধ করিতে পারিবেন।

(৬) প্রতি মাসে কমিশনের কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

১৩। কমিশনের কার্যাবলী।—কমিশন নিম্নবর্ণিত সকল বা যেকোন কার্যাবলী সম্পাদন করিবে, যথা:-

(ক) কোন ব্যক্তি, রাষ্ট্রীয় বা সরকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন কর্তৃক মানবাধিকার লংঘন বা লংঘনের প্ররোচনা সম্পর্কিত কোন অভিযোগ স্বতঃই বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনের ভিত্তিতে তদন্ত করা;

(খ) কোন জনসেবক কর্তৃক মানবাধিকার লংঘন বা লংঘনের প্ররোচনা বা অনুরূপ লংঘন প্রতিরোধে অবহেলা সম্পর্কিত কোন অভিযোগ স্বতঃই বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনের ভিত্তিতে তদন্ত করা ;

(গ) জেল বা সংশোধনাগার, হেফাজত, চিকিৎসা বা ভিন্নরূপ কল্যাণের জন্য মানুষকে আটক রাখা হয় এমন কোন স্থানের বাসিন্দাদের বসবাসের অবস্থা পরিদর্শন করা এবং এইরূপ স্থান ও অবস্থার উন্নয়নের জন্য সরকারের নিকট প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করা;

(ঘ) মানবাধিকার লংঘনের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তের জন্য চিকিৎসা, পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা;

(ঙ) মানবাধিকার সংরক্ষণের জন্য সংবিধান বা আপাততঃ বলবৎ কোন আইনের অধীন স্বীকৃত ব্যবস্থাদি পর্যালোচনা করা এবং উহাদের কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করা;

(চ) মানবাধিকার সংরক্ষণের পথে বাধা স্বরূপ সন্ত্রাসী কার্যক্রমসহ বিষয়গুলি পর্যালোচনা করা এবং যথাযথ প্রতিকারের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করা;

(ছ) মানবাধিকার বিষয়ক চুক্তি এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক দলিলাদির উপর গবেষণা করা এবং উহাদের বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করা;

(জ) আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের মানের সহিত কোন প্রস্তাবিত আইনের সাদৃশ্য পরীক্ষা করা এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিলের সহিত উহাদের সমন্বয় নিশ্চিত করিবার স্বার্থে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রয়োজনীয় সংশোধন সুপারিশ করা;

(ঝ) আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিলের অনুসমর্থন বা উহাতে স্বাক্ষর প্রদানে সরকারকে পরামর্শ প্রদান এবং উহাদের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;

(ঞ) মানবাধিকার বিষয়ে গবেষণা করা এবং শিক্ষা ও পেশাগত প্রতিষ্ঠানে উহাদের বাস্তবায়নে ভূমিকা পালন করা;

(ট) সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজনের মধ্যে মানবাধিকার শিক্ষার প্রচার এবং প্রকাশনা ও অন্যান্য উপায়ে মানবাধিকার সংরক্ষণ সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করা;

(ঠ) মানবাধিকার বিষয়ে বে-সরকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের প্রচেষ্টাকে উৎসাহ প্রদান এবং উক্তরূপ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সমন্বয় করা;

(ড) মানবাধিকার লংঘন বা লংঘিত হইতে পারে এমন অভিযোগের উপর তদন্ত ও অনুসন্ধান করিয়া মধ্যস্থতা ও সমঝোতার মাধ্যমে অভিযোগের নিষ্পত্তি করা;

(ঢ) মানবাধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন ও প্রশাসনিক নির্দেশনা প্রণয়নের ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করা;

(ণ) দেশের প্রচলিত আইন ও প্রশাসনিক কর্মসূচীর মাধ্যমে গৃহীতব্য ব্যবস্থা যাহাতে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানের ও নিয়মের হয় সেই লক্ষ্যে সরকারের নিকট সুপারিশ করা;

(ত) মানবাধিকার প্রয়োগের লক্ষ্যে কর্মরত সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান এবং সাধারণভাবে সুশীল সমাজকে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করা;

(থ) মানবাধিকার বিষয়ে গবেষণা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ এবং অনুরূপ অন্যবিধ ব্যবস্থার মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রকাশ ও প্রচার করা;

(দ) মানবাধিকার সংরক্ষণ বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

কমিশনে অভিযোগ দায়েরের জন্য সংক্ষুদ্ধ ব্যক্তি বা সংক্ষুদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তিকে আইনী সহায়তা প্রদান করা;

(ধ) মানবাধিকার লংঘনের দায়ে আদালতে বিচারাধীন কোন মামলায় বা আইনগত কার্যধারায় পক্ষ হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা

(ন) মানবাধিকার উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বিবেচিত অন্য যেকোন কার্য করা; এবং

(প) অন্য কোন আইনে কমিশনের উপর অর্পিত দায়িত্ব, ক্ষমতা ও কার্য পালন করা।

১৪। অন্য আইনের দায়িত্ব পালনে এই অধ্যাদেশ প্রতিবন্ধক হইবে না।—অন্য আইনে কমিশনের ওপর কোন দায়িত্ব বা ক্ষমতা অর্পণ করা হইলে এবং উক্ত দায়িত্ব বা ক্ষমতা প্রয়োগে বিশেষ কার্যধারা বলা হইলে এই অধ্যাদেশের কোন বিধান উক্ত দায়িত্ব বা ক্ষমতা প্রয়োগে বা উক্ত বিশেষ কার্যধারা অনুসরণ করার পথে বাধা হইবে না বা কমিশনের ক্ষমতাকে সীমিত করিবে না।

তৃতীয় অধ্যায় কমিশনে অভিযোগ দাখিল, তদন্ত ও প্রতিকার

১৫। অভিযোগ দাখিল।—(১) মানবাধিকার লংঘন বা লংঘনের প্ররোচনা সম্পর্কে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি কমিশনের নিকট অভিযোগ দাখিল করিতে পারিবেন এবং অভিযোগ দাখিলের জন্য কোনো প্রকার ফি প্রদেয় হইবে না।

(২) লিখিত, মৌখিক অথবা কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো মাধ্যমে অভিযোগ দাখিল করা যাইবে এবং অভিযোগ দাখিল হইলে কমিশন অভিযোগকারীকে একটি রেজিস্ট্রেশন নম্বর প্রদান করিবে।

(৩) কোনো অভিযোগ মানবাধিকার লঙ্ঘনের তারিখ হইতে সাধারণভাবে ছয় মাসের মধ্যে কমিশনে দাখিল করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ভুক্তভোগীর অসামর্থ্য, ভয়ভীতি, বিশেষ পরিস্থিতি বা জনস্বার্থের কারণে কমিশন যুক্তিসঙ্গত কারণ দর্শাইয়া বিলম্ব মওকুফ করিতে পারিবে:

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন অভিযোগ প্রাপ্ত হইলে বা অন্য যে কোনো মাধ্যম হইতে মানবাধিকার লংঘন সম্পর্কিত তথ্যের ভিত্তিতে কমিশন অনুসন্ধান বা তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারবে এবং কমিশনের যে কোন কমিশনার, কর্মকর্তা-কর্মচারী বা তদন্ত দলের সদস্যের মাধ্যমে উক্ত অনুসন্ধান বা তদন্ত পরিচালিত হইবে।

(৫) অভিযোগ বা তথ্যের প্রাথমিক সত্যতা নিরূপণে কমিশন অনধিক ৩০ দিনের মধ্যে অনুসন্ধান প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবে এবং উক্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা না পাওয়া গেলে কমিশন অভিযোগটি নথিভুক্ত করিবে; যেক্ষেত্রে অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা সম্পর্কে কমিশন সন্তুষ্ট, সেইক্ষেত্রে একজন তদন্তকারী নিযুক্ত করিয়া তদন্তের আদেশ প্রদান করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে কমিশন অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট, যেক্ষেত্রে অনুসন্ধান ব্যতিরেকে সরাসরি তদন্তের আদেশ দিতে পারিবে।

(৬) তদন্তের সিদ্ধান্ত গ্রহণের তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে তদন্ত সম্পন্নপূর্বক প্রতিবেদন কমিশনে দাখিল করিতে হইবে; তবে যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিলে তদন্তকারীর আবেদনের ভিত্তিতে কমিশন কারণ উল্লেখপূর্বক উক্ত সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(৭) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির মানবাধিকার লঙ্ঘন হইয়াছে কি না, তাহার কারণ এবং প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা তদন্ত প্রতিবেদনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

(৮) অনুসন্ধান বা ক্ষেত্রমতো তদন্ত প্রতিবেদনের একটি কপি কমিশন অভিযোগকারী বরাবর প্রেরণ করিবে।

(৮) দাখিলি তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করিয়া প্রয়োজন মনে করিলে কমিশন অন্য কোনো তদন্তকারী নিযুক্ত করিয়া অনধিক ৩০ দিনের মধ্যে অধিকতর তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের আদেশ দিতে পারিবে।

(৯) তদন্ত প্রতিবেদন বা ক্ষেত্রমতো অধিকতর তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ প্রতীয়মান না হইলে কমিশন অভিযোগটি নথিভুক্ত করিবে; মানবাধিকার লংঘনের বিষয়টি প্রতীয়মান হইলে কমিশন উভয়পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানির দিন ধার্য করিবে।

(১০) শুনানিতে উপস্থিত পক্ষ বা পক্ষদের শুনানি শেষে মানবাধিকার লংঘনের বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হইলে এবং বিষয়টি একটি আপসঅযোগ্য ফৌজদারি মামলা হিসেবে প্রতীয়মান হইলে কিংবা প্রচলিত আইন বা ব্যবস্থায় কোন আদালত বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কমিশনের চাইতে বিষয়টির কার্যকর সুরাহা করা সম্ভব প্রতীয়মান হইলে কমিশন উক্ত আদালত বা প্রতিষ্ঠানে কমিশনের তদন্ত প্রতিবেদন প্রেরণ করিবে এবং অভিযোগকারীকে উক্ত আদালত বা প্রতিষ্ঠানে শরণাপন্ন হইবার পরামর্শ প্রদান করিবে বা ক্ষেত্রমতো উক্ত আদালত বা প্রতিষ্ঠানে অভিযোগকারীর পক্ষে অভিযোগ দায়ের ও প্রয়োজনীয় পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(১১) শুনানি শেষে মানবাধিকার লংঘনের বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হইলে এবং বিষয়টি উপ-ধারা (১০) এর আওতাবহির্ভূত হইলে কমিশন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তাহার প্রতিনিধি বরাবর উপযুক্ত যে কোন পরিমাণের ক্ষতিপূরণ বা ক্ষেত্রমতো জরিমানা পরিশোধে দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আদেশ দিতে পারিবে।

(১২) উপ-ধারা (১১) এর অধীন ক্ষতিপূরণের আদেশ প্রদান সত্ত্বেও কমিশন দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কমিশনের বিবেচনায় উপযুক্ত অন্য যে কোন বিভাগীয় ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করিতে পারিবে এবং কমিশনের সুপারিশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে দুই মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উহা বাস্তবায়ন করিয়া কমিশনকে অবহিত করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে কমিশনের আদেশ বাস্তবায়নে বিশেষ কোনো অসুবিধা তৈরি হয়, সেক্ষেত্রে সুপারিশ প্রাপ্তির দুই মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কমিশনকে অবহিত করিবে এবং কমিশন বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করিয়া যে সুপারিশ প্রেরণ করিবে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উক্ত সুপারিশ কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করিয়া কমিশনকে অবহিত করিবে।

(১৩) অভিযোগ নিষ্পত্তি সম্পর্কিত যাবতীয় সিদ্ধান্ত কমিশন তাহার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিবে।

১৬। মধ্যস্থতা ও সমঝোতা।—(১) অভিযোগ চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি হইবার আগে যে কোন পর্যায়ে উভয়পক্ষ যদি অভিযোগের বিষয়টি সমঝোতার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করিতে আগ্রহী হয় এবং বিষয়টি প্রচলিত আইন অনুসারে আপসঅযোগ্য অপরাধ সম্পর্কিত না হয়, তাহা হইলে কমিশন অনুসন্ধান, তদন্ত বা প্রতিকার প্রদানের প্রক্রিয়া স্থগিত করিয়া বা ক্ষেত্রমতো চালু রাখিয়া বিষয়টি মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করিতে পারিবে এবং উক্ত মধ্যস্থতা সফল না হইলে, যেক্ষেত্রে কার্যধারা স্থগিত রাখা হয়, সেক্ষেত্রে কার্যধারা সেই পর্যায়ে স্থগিত হইয়াছিল, সেই পর্যায়ে হইতে কার্যধারা পুনরায় আরম্ভ করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে মধ্যস্থতা চলাকালে অনুসন্ধান, তদন্ত বা প্রতিকার প্রদানের প্রক্রিয়া স্থগিত করা হয়, সেইক্ষেত্রে অনধিক ৬০ কার্যদিবসের মধ্যে মধ্যস্থতা কার্যক্রম সম্পন্ন করিতে হইবে।

(২) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন এক বা একাধিক ব্যক্তিকে মধ্যস্থতা বা সমঝোতার জন্য নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) মধ্যস্থতা ও সমঝোতাকারীর নিয়োগের পদ্ধতি এবং ক্ষমতা প্রবিধি দ্বারা নির্ধারণ করা যাইবে।

(৪) মীমাংসা কার্যকর করণার্থে কমিশন তৎকর্তৃক যথাযথ বিবেচিত ক্ষতিপূরণ বা ক্ষেত্রমতো জরিমানা প্রদানের নির্দেশসহ অন্যান্য নির্দেশ দিতে পারিবে।

১৭। অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ প্রদানের ক্ষমতা।—(১) অনুসন্ধান বা তদন্তকালে যেক্ষেত্রে কমিশনের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, ভুক্তভোগী অবিলম্বে বিশেষ কোনো সহায়তা বা সুরক্ষা না পাইলে গুরুতর ক্ষতির সম্মুখীন হইবেন, সেক্ষেত্রে কমিশন যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে লিখিত আদেশ দ্বারা অন্তর্বর্তীকালীন সহায়তা, সুরক্ষা বা অন্য যে কোন প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উক্ত আদেশ বাস্তবায়ন করিবে।

(২) যেক্ষেত্রে এই ধারার অধীন অন্তর্বর্তীকালীন সহায়তা প্রদান করিতে অর্থ ব্যয় হয়, সেক্ষেত্রে কমিশন পরবর্তীতে দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে উক্ত অর্থ আদায় করিবার ব্যবস্থা নিতে পারিবে।

১৮। সুপ্রীম কোর্ট হইতে রেফারেন্স।—(১) সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের অধীন আবেদন হইতে উদ্ধৃত কোন বিষয় তদন্তক্রমে প্রতিবেদন পেশ করিবার জন্য সুপ্রীম কোর্ট কমিশনের নিকট প্রেরণ করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রেরিত বিষয়ে কমিশন তদন্ত করিয়া রেফারেন্সে উল্লিখিত সময়সীমা, যদি থাকে, এর মধ্যে সুপ্রীম কোর্টে প্রতিবেদন প্রেরণ করিবে।

১৯। তদন্ত সম্পর্কিত ক্ষমতা।—এই অধ্যাদেশের অধীন অনুসন্ধান বা তদন্তের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়ে কমিশনের Code of Civil Procedure (Act V of 1908) এর অধীন একটি দেওয়ানী আদালতের অনুরূপ ক্ষমতা থাকিবে, যথা:-

(ক) সাক্ষীর সমন ও উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ এবং সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা;

(খ) কোন লিখিত বা মৌখিক সাক্ষ্য শপথের মাধ্যমে প্রদানের জন্য তলব করা;

(গ) বাংলাদেশে বসবাসকারী কোন ব্যক্তিকে কমিশনের কোন বৈঠকে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দেওয়া বা তাহার দখলে আছে এমন কোন দলিল উপস্থাপন করিবার জন্য তলব করা;

(ঘ) তদন্ত বা অনুসন্ধানে জনগণের অংশগ্রহণ অনুমোদন বা অননুমোদন করা।

২০। কমিশনের নিকট সাক্ষ্য প্রদানকারী ব্যক্তির সুযোগ-সুবিধা।—(১) কমিশনের নিকট সাক্ষ্য প্রদানকারী ব্যক্তি আদালতে সাক্ষ্য প্রদানকারী ব্যক্তির ন্যায় সকল সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হইবেন।

(২) কমিশনের সম্মুখে সাক্ষ্য প্রদানকালে কোন ব্যক্তির প্রদত্ত বিবৃতি বা বক্তব্যের জন্য তাহার বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারী বা দেওয়ানী মামলা রুজু করা যাইবে না বা উক্ত বিবৃতি বা বক্তব্য তাহার বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারী বা দেওয়ানী কার্যধারায় ব্যবহার করা যাইবে না, তবে উক্তরূপ বিবৃতি বা বক্তব্যের মধ্যে কোন মিথ্যা সাক্ষ্য থাকিলে তজ্জন্য তিনি ফৌজদারি দায় হইতে অব্যাহতি পাইবেন না।

২১। সমন প্রেরণ।—(১) এই অধ্যাদেশের অধীন প্রত্যেক সমন চেয়ারপার্সন বা কমিশনার বা কমিশন কর্তৃক তদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিশনের কোন কর্মকর্তার স্বাক্ষরে জারী করা হইবে।

(২) প্রত্যেক সমন উহাতে উল্লিখিত ব্যক্তির নিকট এবং যেক্ষেত্রে তাহা সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে জানামতে তাহার সর্বশেষ বাসস্থানের ঠিকানায় সরবরাহ করিয়া বা রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে প্রেরণ করিয়া জারী করা হইবে এবং ইহা ছাড়াও তথ্যপ্রযুক্তির যেকোনো মাধ্যমে প্রেরণ করা যাইবে।

(৩) যে ব্যক্তির নিকট সমন জারী করা হয় তিনি উহাতে উল্লিখিত সময় ও স্থানে কমিশনের সম্মুখে উপস্থিত থাকিবেন এবং কমিশন কর্তৃক তাহাকে জিজ্ঞাসিত সকল প্রশ্নের জবাব দিবেন এবং তাহার নিকট হইতে যাচিত এবং তাহার দখলে আছে এমন সকল দলিল সমনের মর্মার্থ অনুসারে উপস্থাপন করিবেন।

২২। ক্ষতিপূরণ ও উহা আদায়ের পন্থা।—(১) এই অধ্যাদেশের অধীন আরোপিত ক্ষতিপূরণ বা জরিমানার অর্থ দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান বা ভবিষ্যৎ সম্পত্তি হইতে আদায়যোগ্য হইবে।

(২) এই অধ্যাদেশের অধীনে কোনো ক্ষতিপূরণ বা জরিমানা সরকারি দাবি হিসাবে **Public Demands Recovery Act, 1913 (Bengal Act No. III of 1913)** এর বিধান অনুসারে আদায়যোগ্য হইবে।

২৩। কমিশনের কার্যাবলীর বার্ষিক প্রতিবেদন।—(১) প্রতি বৎসরের ৩১ মার্চ এর মধ্যে কমিশন উহার পূর্ববর্তী বৎসরের কার্যাবলী সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করিবে এবং এর ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রতিবেদনের সহিত একটি স্মারকলিপি থাকিবে, যাহাতে, অন্যায়ের মধ্যে, কমিশনের পরামর্শ অনুসারে সরকার বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম বা ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হইলে সেই ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম বা ব্যবস্থা গ্রহণ না করিবার কারণ, কমিশন যতদূর অবগত ততদূর, লিপিবদ্ধ থাকিবে।

২৪। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি, তথ্য প্রকাশকারী ও সাক্ষীর গোপনীয়তা ও সুরক্ষা।—(১) কোনো ব্যক্তি যুক্তিসঙ্গত তথ্যের ভিত্তিতে কোনো মানবাধিকার লংঘনের ঘটনার তথ্যপ্রমাণ কমিশন বা, ক্ষেত্রমতো, তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট প্রকাশ করিলে তিনি জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ৭ নং আইন) এর অধীনে সুরক্ষার অধিকারী হইবেন এবং উক্ত আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন বা, ক্ষেত্রমতো, তদন্তকারী কর্মকর্তা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) কমিশন নিজ বিবেচনায় বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তাহার প্রতিনিধির আবেদনের ভিত্তিতে মানবাধিকার লংঘন সংক্রান্ত ঘটনার অভিযোগকারী, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা সংবাদমাধ্যমে তথ্য প্রকাশকারী, ভুক্তভোগী বা কোনো সাক্ষীর গোপনীয়তা রক্ষার্থে কিংবা প্রতিশোধ, ভীতিপ্রদর্শন, হুমকি বা যেকোনো প্রকার বিরূপ কার্য হইতে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে উপযুক্ত যেকোনো আদেশ প্রদান এবং উক্ত আদেশ বাস্তবায়নে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

২৫। কমিশনের আদেশ প্রতিপালনে বাধ্যবাধকতা।—(১) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন যেকোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে যুক্তিসঙ্গত আদেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উক্ত আদেশ প্রতিপালন করিতে বাধ্য থাকিবে।

(২) কোনো ব্যক্তি যদি কমিশনের আদেশ প্রতিপালনে ব্যর্থ হন বা গাফলতি প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে উহা দায়ী ব্যক্তির অদক্ষতা ও অসদাচরণ বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং দায়ী ব্যক্তি সরকারি কর্মচারী হইলে এই অদক্ষতা ও অসদাচরণ তাহার বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে চাকুরি বিধিমালা অনুযায়ী তাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থাসহ উপযুক্ত যেকোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে, দায়ী ব্যক্তি সরকারি কর্মচারী না হইলে তাহার বিরুদ্ধে যুক্তিসংগত যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

২৬। বিচার্যধীন বা ন্যায়পাল কর্তৃক বিবেচ্য বিষয় সম্পর্কে গৃহীতব্য ব্যবস্থা।—আদালতে বিচার্যধীন বা ন্যায়পাল কর্তৃক বিবেচ্য কোনো বিষয়ে কমিশন তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করিবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, উল্লিখিত বিষয়ের সঙ্গে যদি মানবাধিকার লংঘনের বিষয় জড়িত থাকে, সেক্ষেত্রে আদালত বা ক্ষেত্রমতো ন্যায়পালের অনুমোদনক্রমে কমিশন বিষয়টির উপর তদন্ত পরিচালনা করিতে পারিবে এবং তদন্ত শেষে তদন্ত প্রতিবেদন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার জন্য আদালত বা ন্যায়পালের নিকট দাখিল করিবে।

চতুর্থ অধ্যায় কমিশনের কর্মকর্তা, তদন্ত দল, তহবিল ইত্যাদি

২৭। কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারী।—(১) কমিশনের একজন সচিব থাকিবে।

(২) এই অধ্যাদেশের অধীন কমিশন উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বেতন, ভাতা, ছুটি, ভবিষ্য তহবিল, গ্র্যাচুইটি, পেনশন ও চাকরির অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা, প্রয়োজনীয় অভিযোজন সহকারে, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে এবং চাকরির অন্যান্য শর্তাদি প্রবিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৪) সরকার, কমিশনের লিখিত অনুরোধ ব্যতীত, প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি বা সরকারি কর্মচারীকে কমিশনে প্রেষণে নিয়োগ করিতে পারিবে না।

২৮। কমিশনের তদন্ত দল।—(১) কমিশনের প্রয়োজনীয়সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সমন্বয়ে অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কমিশন এক বা একাধিক তদন্ত দল গঠন করিতে পারিবে।

(২) কমিশনের লিখিত সুপারিশ ও মতামতের ভিত্তিতে সরকার প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত যেকোনো ব্যক্তি বা সরকারি কর্মচারীকে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা কমিশনের তদন্ত দলে প্রেষণে নিয়োগ প্রদান করিতে এবং উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শর্তাবলি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

২৯। মানবাধিকার কমিশন তহবিল।—(১) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে মানবাধিকার কমিশন তহবিল নামে একটি তহবিল গঠিত হইবে।

(২) মানবাধিকার কমিশন তহবিল, অতঃপর এই ধারায় তহবিল বলিয়া উল্লিখিত, এর পরিচালনা ও প্রশাসন, এই ধারা এবং বিধির বিধান সাপেক্ষে, কমিশনের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

(৩) তহবিল হইতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির চিকিৎসা, পুনর্বাসন, ক্ষতিপূরণ ও আইনগত সহায়তা প্রদানের ব্যয়সহ অনুরূপ অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করা হইবে।

(৪) তহবিলে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথাঃ-

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ;

- (খ) সরকারের অনুমোদনসহ কোনো বিদেশি সরকার বা সংস্থা বা কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
- (গ) কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
- (ঘ) কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান; এবং
- (ঙ) অন্য কোনো উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।
- (৫) কমিশন প্রবিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তহবিল পরিচালনা করিবে এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করিবে।

৩০। সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয়।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৮৮ এর বিধান অনুসারে চেয়ারপার্সন, কমিশনারগণকে দেয় পারিশ্রমিক ও ভাতাদি, কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের বেতন ও ভাতাদি এবং কমিশনের সকল প্রশাসনিক ব্যয় সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয় হইবে।

৩১। কমিশনের আর্থিক স্বাধীনতা।—(১) সরকার প্রতি অর্থ বৎসরের কমিশনের ব্যয়ের জন্য উহার অনুকূলে নির্দিষ্টকৃত অর্থ বরাদ্দ করিবে; এবং অনুমোদিত ও নির্ধারিত খাতে উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ হইতে ব্যয় করার ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করা কমিশনের জন্য আবশ্যিক হইবে না এবং কমিশনের জন্য অনুমোদিত বাজেটে নির্ধারিত খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় অনুমোদনের ব্যাপারে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনই চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ হইবে।

(২) এই ধারার বিধান দ্বারা সংবিধানের ১২৮ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত মহা-হিসাব নিরীক্ষকের অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইবে না।

৩২। হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা।—কমিশন যথাযথভাবে উহার হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা-হিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত, প্রতি বৎসর কমিশনের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও কমিশনের নিকট পেশ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) মোতাবেক হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা-হিসাব নিরীক্ষক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কমিশনের সকল রেকর্ড, দলিল দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং কমিশনের কোন কমিশনার বা যে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

৩৩। জনসেবক।—চেয়ারপার্সন, কমিশনার, সচিব, অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং এই অধ্যাদেশের অধীন কার্য সম্পাদনের জন্য কমিশন হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রত্যেক কর্মকর্তা Penal Code (Act XLV of 1860) এর section 21 এর public servant (জনসেবক) অভিব্যক্তিটি যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে public servant (জনসেবক) বলিয়া গণ্য হইবেন।

৩৪। ক্ষমতা অর্পণ।—কমিশন উহার যেকোন ক্ষমতা, তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্তে, চেয়ারপার্সন, কমিশনার, সচিব বা যেকোনো কর্মকর্তা-কর্মচারীকে অর্পণ করিতে পারিবে।

৩৫। সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ।—এই অধ্যাদেশ বা তদধীন প্রণীত বিধির অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, তজ্জন্য সরকার, কমিশন, কোন কমিশনার বা কমিশন বা সরকারের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বা সরকার বা কমিশনের কর্তৃত্বাধীন কোন প্রকাশনা, রিপোর্ট বা কার্যধারার বিরুদ্ধে দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা দায়ের বা রুজু করা যাইবে না।

৩৬। প্রবিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।—এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন, রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রবিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রবিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, কমিশন লিখিত আদেশ দ্বারা যে পদ্ধতি নির্ধারণ করিবেন, কমিশন উহার কার্য নির্বাহের ক্ষেত্রে উক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে।

৩৭। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।—(১) এই অধ্যাদেশ প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই অধ্যাদেশের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

৩৮। হেফাজত সংক্রান্ত বিধান।—(১) জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৩ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত আইনের অধীন-

(ক) কৃত কোনো কার্য, গৃহীত কোনো ব্যবস্থা বা সূচিত কোনো কার্যধারা এই অধ্যাদেশের অধীন কৃত, গৃহীত বা সূচিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) দায়েরকৃত কোনো মামলা, গৃহীত কোনো ব্যবস্থা বা সূচিত কোনো কার্যধারা অনিষ্পন্ন বা চলমান থাকিলে এইরূপভাবে নিষ্পত্তি করিতে হইবে যেন উহা এই অধ্যাদেশের অধীন দায়েরকৃত বা গৃহীত বা সূচিত হইয়াছে।